সংবাদ

তারিখ ... 11 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

পাঠ্যপুস্তক ও গাইডে জঙ্গিবাদ উসকানি বন্ধ করুন

মাদ্রাসার কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক ও এর সহায়ক হিসেবে লেখা পাঁচটি প্রকাশনীর গাইড বইয়ে জঙ্গিবাদ উসকে দেয়ার এবং অপব্যাখ্যা করার মতো লেখা রয়েছে। সাধারণ শিক্ষার কোন কোন বইয়েও জিহাদ সম্পর্কে এমনভাবে লেখা রয়েছে, যা সঠিক নয় বলে মনে করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)।

এনসিটিবির এক যাচাই প্রতিবেদনে এসব তথ্য রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ওই যাচাই করা হয়। গত বুধবার প্রতিবেদনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে।

এনসিটিবির সূত্র বলেছে, প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত যেসব জঙ্গিবাদ সংশ্লিষ্ট বিষয় থাকতে পারে বলে অনুমিত, তেমন ৩০টিরও বেশি পাঠ্যপুস্তক এনসিটিবি কমিটি গঠন করে যাচাই করেছে। যাচাইয়ে কয়েকটিতে উসকানিমূলক ও অপব্যাখ্যা করার মতো তথ্য পাওয়া গেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক 'আল আকায়েদ ওয়াল ফিকহতে জঙ্গিবাদ ও জিহাদ সংশ্লিষ্ট বিষয় রয়েছে। পুস্তকের ৩৯ নম্বর পৃষ্ঠায় সশস্ত্র প্রতিরক্ষা যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, যা থেকে অপব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে। মাদ্রাসার নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ'-এ একটি পৃষ্ঠায় জিহাদ নিয়ে যা বলা হয়েছে তা সঠিক কিনা যাচাই হওয়া প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষার নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা'তে 'জিহাদ' নামে পাঠ রয়েছে। তাতে জিহাদের সর্বোচ্চ স্তর নিয়ে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, তা সঠিক হয়নি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

শিশু পর্যায়ের বইগুলোতে জিহাদ সম্পর্কে যেভাবে বলা হয়েছে, তা কোনভাবেই হওয়া উচিত নয়। শিশুর মানসিকতা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকার কারণেই এমনটি হয়েছে বলেই আমরা মনে করি। তবে এমন হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয় যে, যারা এসব লিখছেন তাদের অনেকেই হয়তো জঙ্গিবাদী মানসিকতা ধারণ করেন। সুতরাং এ বিষয়ে আরও সতর্ক পর্যবেক্ষণ জরুরি।

জঙ্গিবাদ উসকে দেয় বা শিক্ষার্থীকে জঙ্গিবাদে প্ররোচিত করে এমন গাইডগুলো বাজার থেকে প্রত্যাহার করতে হবে। এ ধরনের কাজে জড়িত সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের চিহ্নিত করে পাঠদান থেকে বিরত রাখা ও তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। যেসব প্রকাশনী সচেতনভাবে জঙ্গিবাদকে উসকে দেয়ার মতো বিষয় গাইড বা পাঠ্যপুস্তকে সংযুক্ত করেছে, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

শিশুদের কাছে ছাপা বিষয় সব সময়ই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় এবং স্থায়ী প্রভাব ফেলে। তাই এসব বিষয় উল্লেখ করতে হলে খুবই চিন্তাভাবনা ও সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে। যাতে কোন লেখার কারণে শিশুদের মনে জঙ্গিবাদ এবং ধর্মীয় উগ্রবাদ সম্পর্কে উসকানির সৃষ্টি না হয় সেজন্য এনসিটিবির প্রতিবেদনে উল্লেখিত বইগুলো পরিমার্জনের উদ্যোগ নিতে হবে। লেখায় বিভ্রান্তিকর কিছু থাকলে তাতে অপব্যাখ্যার জন্ম হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং পাঠ্যপুস্তকসহ যাবতীয় গ্রন্থ প্রণয়ন কাজে প্রকৃত বিশেষজ্ঞ এবং সচেতন ব্যক্তিদেরই নিয়োগ দেয়া উচিত।